দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ AUG. 03 2006

মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

সেলিম সরোয়ার, মজিব মহম্মদ, রিসি দলই, আরণ্যক টিটো, কায়সার কাদের সেলিম, ফারহানা তাসনীম, শামসুদ্দোহা শোয়েব

২০০৬ সালে সকল শিক্ষা বোর্ডে সাত লাখ ৮৪ হাজার ৮১৪ জন শিক্ষার্থী এসএসসি রীক্ষায় অংশ নেয়। উত্তীর্ণ হয়েছে র লাখ ৬৬ হাজার ৭৩২ জন। সের হার ৫৯ দশমিক ৪৭ ভাগ। সএসসি পরীক্ষার আকর্ষণীয় দিক বশ্যই সর্বাধিক কৃতী মুখগুলো। ডিং পদ্ধতিতে যাদের মর্যাদার তীক জিপিএ-৫। অর্থাৎ তারা সব ষয়ে ৮০ থেকে ১০০ নাম্বার চ্ছে। এরকম ফল পেয়েছে এ র ২৪,৩৮৪ জন।
০০৫ সালে এরূপ শিক্ষার্থীর খ্যা ছিল ১৫,৬৩১ জন।
০০৪ সালে ছিল ৮,৫৯৭ জন।
০০৩ সালে ছিল ১,৩৭৯ জন।
০০২ সালে ছিল ৩২৭ জন এবং
০০১ সালে গ্রেডিং পদ্ধতি বর্তনের বছর অনুরূপ ফল করে র ৭৬ জন শিক্ষার্থী।
ক্য করা যাচ্ছে- ২০০৪ ও ০০৫-এ জিপিএ প্রাপ্তির হার স্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। পিএ-৫ যারা পেয়েছে সেসব ক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা বশ্যই উল্লাসিত। রাজধানীতে মন অনেক স্কুল রয়েছে যেখানে ০ জন পরীক্ষার্থীর মাঝে ৯৯ জন পিএ-৫ পেয়েছে। এছাড়া প্রায় তিদিনই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের

কিশোরদের জিপিএ-৫ পাওয়ার খবর প্রকাশিত হচ্ছে জাতীয় দৈনিকগুলোতে। বিষয়টি আবশ্যই আনন্দের কিন্তু অস্বাভাবিকও। অন্ধ, রিকসাচালক, দিনমজুররাও মেধাবী হতে পারে। কিন্তু তাদের মাঝেও জিপিএ ৫-এর আধিক্য আসলে আমাদের শিক্ষার্থী মূল্যায়ন পদ্ধতির অবক্ষয়ের স্মারক অন্য কিছু নয়। শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত কেউ কেউ ক্ষীণ কণ্ঠে জিপিএ ৫-এর সাম্প্রতিক বৃদ্ধিকে 'দুর্ঘটনা' হিসেবে অভিহিত করেছেন। সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা যায়, জিপিএ ৫-এর অস্বাভাবিক এই বৃদ্ধির সঙ্গে রাজনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে। কিছু ব্যক্তি তাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে লাখ লাখ শিক্ষার্থী-তথা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে এক ভয়ংকর খেলায় মেতেছে। যেসব শিক্ষক বোর্ডের প্রশ্ন প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত-তাদের অভিমত, বোর্ড থেকে 'সহজ' করে প্রশ্ন করতে বলা হয়। অর্থাৎ পরীক্ষার্থীদের মান যাচাই করা নয়-পাসের হার বাড়ানোর জন্য সহজ করে প্রশ্ন

প্রধান নির্দেশনা। এ প্রক্রিয়ায় অবস্থা এখন এমন হয়েছে, পূর্ববর্তী ২/৩ বছরের প্রশ্নের উত্তর জানলেই পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর গ্রেড পাওয়া যাচ্ছে।

পরীক্ষার্থী অনেক নাম্বার পেতেন না। এখন বলা হয়েছে, যদি মনে সে সূত্রটি বুঝতে- তা হলেও নাম্বার দিতে হবে। এবং কাউকে শূন্য দেয়া যাবে না। অর্থাৎ চূড়ান্তভাবে কোন

ইংরেজিতে বলা হচ্ছে-শব্দের বানান, বাক্যের গঠন ইত্যাদি শুদ্ধ না হলেও ষাট ভাগ নাম্বার দিতে হবে। বোর্ডের নির্দেশ-'শিক্ষার্থী যা লিখতে চেয়েছে সেটা বোঝা গেলেই

শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত কেউ কেউ ক্ষীণ কণ্ঠে জিপিএ ৫-এর সাম্প্রতিক বৃদ্ধিকে 'দুর্ঘটনা' হিসেবে অভিহিত করেছেন। সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা যায়, জিপিএ ৫-এর অস্বাভাবিক এই বৃদ্ধির সঙ্গে রাজনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে। কিছু ব্যক্তি তাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে লাখ লাখ শিক্ষার্থী-তথা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে এক ভয়ংকর খেলায় মেতেছে।

'সহজ প্রশ্ন'-এ পরীক্ষা দেয়ার পর শুরু হয় খাতা মূল্যায়নের পালা। খাতা দেয়ার পূর্বে বোর্ড থেকে শিক্ষকদের কিছু বাধ্যতামূলক নির্দেশনা দেয়া হয়। সেখানে খাতার মূল্যায়নে 'উদার' মনোভাব গ্রহণের জন্য কঠোর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে গত ২/৩ বছর থেকে। যেমন, পূর্বে গণিতে একটি অংক না হলে

অংক না মিলিয়েও একজন পরীক্ষার্থী অনেক নাম্বার পেতে পারেন। এবং পাচ্ছেন। সব বিষয়ে এরকম অবস্থা। ধরা যাক, রসায়নে প্রশ্ন এসেছে- ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড কি ধরনের যৌগ-ব্যাখ্যা কর। যদি শিক্ষার্থী নামটি লিখে ব্যাখ্যা ভুল করে তা হলেও নাম্বার দিতে বলা হয়েছে।

হলো'। বোর্ডের খাতা দেখেন এমন একাধিক শিক্ষক বলেছেন, 'নাম্বার বেশী দিলে কোথাও জবাবদিহি করতে হয় না-কিন্তু কম দিলেই প্রধান পরীক্ষকের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। শিকার হতে হয় তিরস্কারের। সে কারণে সবাই বেশী দিয়ে ঝামেলামুক্ত থাকেন।'

বোর্ডের পরীক্ষা পদ্ধতি ও মূল্যায়নের সামগ্রিক অব্যবস্থায় বর্তমানে ভালো শিক্ষকরা আর প্রশ্ন প্রণয়ন ও মূল্যায়নে যুক্ত থাকেন না। তাদের কাছে অর্থনৈতিকভাবে বিষয়টির আবেদন নেই। একটি খাতা দেখলে ১৩ টাকা সম্মানী দেয় হয়-যা এ যুগে বিস্ময়কর। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোর্ডের কয়েকজন কর্মকর্তার বক্তব্য - 'সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে মৌখিক নির্দে দেয়া হয়েছে পাসের হার বাড়ানোর জন্য।' ২/৩ বছর পূর্বে ফল বিপর্যয়ে পর সরকার ও মন্ত্রণালয়ের 'ইমেজ' বাড়াতে এই নির্দেশ আসে। আমূল পাল্টে ফেলা হয় নাম্বার প্রদান পদ্ধতি। বোর্ডের মুখ্য পদে যেহেতু ইদানীং রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়ো দেয়া হয়-সে কারণে উপরের নির্দেশ পালনে তিনি পুরো প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক দলের মত কাজে লাগান। আর এভাবেই হাজার হাজার জিপিএ ৫-এর অভিভাবক সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় মুগ্ধ হয়ে ধন্য ধন্য করে উঠে। আত্মতৃপ্তির আড়ালে ঢাকা পড়ে আত্মপ্রবঞ্চনার অপরাধ। মূলধারার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক

পদ্ধতি প্রসঙ্গ

শিক্ষা কাঠামোর প্রধান স্তম্ভ। তাকে এভাবে হাস্যস্পদ করে ফেলার বিষয়টি জাতীয়ভাবে সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতার সঙ্গে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। সে জন্য অনেকে দাবি করছেন বিচারবিভাগীয় তদন্তের।

(যারা লিখেছেন : বাংলাদেশ জনঅধি আন্দোলনের কর্মী-সংগ